গাংনীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে ‘কিশোরের ডাক’ নামের একটি স্বেচ্ছা সেবী সংগঠন।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র বিতরনের আয়োজন করে সংগঠনটি।

‘কিশোরের ডাক’ এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমানের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম, রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান, প্রথম আলো’র মেহেরপুর প্রতিনিধি আবু সাইদ।

সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষকে নিজ নিজ এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহবান করেন আলোচকরা।

এসময় শতাধিক শিশুদের হাতে শিক্ষা উপকরণসহ শীতবস্ত্র তুলে দেয়া হয়।

কুষ্টিয়াতে খাবার পৌঁছে দেন রজনী অধিকারী

কায়দা করে ছাঁটা চুল। দুই হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটি নান্দনিক আংটি। পরনে জিনস আর টি-শার্ট। কুষ্টিয়া শহরে কেউ তাঁকে দেখে বিস্মিত হন। কেউবা মুগ্ধ। কারও কারও তো আবার তাঁর কাজ নিয়ে কৌতূহলের নেই। নাম তাঁর রজনী অধিকারী। কাজ করেন ফুড ডেলিভারিম্যান বা খাবার সরবরাহকারী হিসেবে। ঘরে বসে মুঠোফোনে খাবার ‘চাহিবামাত্র’ রেস্তোরাঁ থেকে তা-ই পৌঁছে দেন রজনী।

কুষ্টিয়া শহরে অনলাইন খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ফুড পান্ডার একমাত্র নারী সরবরাহকারী রজনী অধিকারী। পুরো বাংলাদেশে ফুড পান্ডার নারী ফুড ডেলিভারিম্যান আছেন জনা সাতেক, তাঁদেরই একজন ১৯ বছরের রজনী। একসময় যেসব কাজ শুধু পুরুষদের জন্যই নির্ধারিত ছিল, সেসব কাজ যে নারীরাও আনন্দ নিয়েই করছেন, রজনী তারই উদাহরণ।

রজনী শৈশব থেকেই সাহসী। নিজের পছন্দের ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। রজনী বলেন, বসে থাকতে ভালো লাগে না। কাজ করে নিজে আয় করি। ভালো আছি, যেমন কাজই হোক, তা করা লজ্জার না।

রোদ, বৃষ্টি, ঝড়—কিছুই বাধা নয় রজনীর কাজে। রোজ বের হন। কখনো বাইসাইকেলে, কখনোবা মোটরবাইকে ছোটেন কুষ্টিয়া শহরে। তাঁর পাশে বসে কুষ্টিয়া শহরের অলিগলি কিছুটা ঘুরে বুঝলাম, মোটরবাইক বেশ দক্ষতা নিয়ে চালান। বাতাসের গতিকেই হার মানায়। রজনী বলেন, ‘“পুরুষালি” পোশাক পরি বলে লোকজন একসময় কটু কথা বলত। তবে গা লাগাইনি। মা-বাবা আমার সব কাজে উৎসাহ দেন।’ রজনীরা দুই বোন। বড় বোন অন্তরা অধিকারী বিবাহিত।

বাবা অশোক অধিকারী আর মা অর্চনা অধিকারী। কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় তাঁদের বাড়ি। রজনীর মোটরবাইকের পেছনে বসেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল বাড়ির নাম রবীন্দ্রনাথ ভিলা। দাদার নামে নাম বাড়ির। মূল ফটকের বাইরেই রজনীর কাকা সুজন কুমার অধিকারী দাঁড়িয়ে। কাকা আনন্দ নিয়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন।

তিনি জানালেন, রজনী পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করেন। বড়দের কথা শোনেন। বাড়ির কারও কিছু লাগলে দ্রুত নিয়ে আসেন। বাবা চাকরি করেন একটি ব্রিটিশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। মা পেশায় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের নার্স। মা-বাবার সহায়তায় রজনী এই পেশায় এসেছেন।

রজনী ২০১৮ সালে এসএসসি পাস করেছেন কুষ্টিয়া হাইস্কুল থেকে। এখন ডিপ্লোমা করছেন কুষ্টিয়া আইডিয়াল পলিটেকনিক থেকে। পড়ার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা থেকেই এই কাজ করেন রজনী।

ফুড পান্ডার কুষ্টিয়া অফিসে বসে কথা হয় আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক ফজলে রাব্বীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, রজনী সঠিক সময় ও বিনয়ের সঙ্গে কাজ করেন। এ ছাড়া তাঁর কাজের দক্ষতা বেশ। গত পাঁচ মাস খুব কম সময়ে তিনি ভালো কাজ করেছেন।

বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মানববন্ধন করলেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নে কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন বঙ্গবন্ধু গবেষণা সংসদ।

মঙ্গলবার দুপুরে বাঘা যতীনের ভাস্কর্যের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৭ডিসেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দুর্বৃত্তরা ভাস্কর্যটি ভাংচুর করে। এবং ১৯ ডিসেম্বর ভাস্কর্য ভাঙার মুলপরিকল্পনাকারী কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে থানা পুলিশ।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বিচারপতি সামছুদ্দিন মানিক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ও সাচিবের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার বড়ুয়া, কুষ্টিয়া ডায়াবেটিস সমিতির সভাপতি মতিয়ার রহমান লাল্টু সহ অনেকে।

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান

হানিফ

সবাইকে সাথে নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’এই নাগরিক কমিটি জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলাসহ সব বিষয়ে সচেতনতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবে। তারাই সমাজের মূল প্রতিনিধি। এই অরাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সবাই থাকবেন রাজনীতির ঊর্ধ্বে।

উপস্থিত সবাইকে কুষ্টিয়ার প্রাণশক্তি আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ‘আপনাদের নিয়েই একটা ব্যতিক্রম কুষ্টিয়া গড়তে চাই। যেখানে কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা দলাদলি থাকবে না। নিরাপদ দেশ ও জেলা গড়তে সবকিছু করা হবে।’

সোমবার রাতে শহরের দিশা মিলনায়তনে কুষ্টিয়ার আগামীর উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে নাগরিক কমিটির অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আপনারা কুষ্টিয়ার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায় থেকে যে পরামর্শ দিলেন আমি তা নোট করে রেখেছি। কুষ্টিয়ার উন্নয়নে আমার যে পরিকল্পনা আছে তার বাইরে আপনারা যে পরামর্শ দিলেন তা সমন্বয় করে বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো।

তিনি বলেন, কুষ্টিয়া চিনিকল বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে আধুনিক চিনিকল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। পরিবেশগত কারণে মোহিনী মিল আর চালু করা সম্ভব হবে না, তবে সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টা করবো।আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, অরাজনৈতিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এগিয়ে আসলে সবার সমন্বয়ে উন্নয়ন কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ এস এম মুসতানজিদকে আহ্বায়ক ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ আইন বিভাগের শিক্ষক সেলিম তোহাকে সদস্যসচিব করে এবং সভায় উপস্থিত সবাইকে সদস্য হিসেবে ঘোষণা করে নাগরিক কমিটির ঘোষণা করেন হানিফ।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, কবি, প্রাবন্ধিক, লেখক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার অন্তত ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জেলার নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য দেন। সবার বক্তব্য শুনে হানিফ বলেন, জেলার উন্নয়নে আধুনিক মানের হাসপাতাল, ইংরেজি মাধ্যমের উন্নত মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ যা যা করা প্রয়োজন, তার সবই করা হবে। তিনি নাগরিক কমিটিকে জেলার উন্নয়নের জন্য সব সময় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়ার আহ্বান জানান।

মুজিবনগরে মোবাইল কোর্টের জরিমানা

মুজিবনগরে নিরাপদ খাদ্যের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিবপুর, বিশ্বনাথপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুজন সরকার এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় মুদিখানার দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিড়ি, ফ্রিজে খাবার দ্রব্যের সাথে কাচা মাংস রাখার অপরাধে মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের হাসান স্টোর ও টুটুল স্টোরে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সাথে মেয়াদউত্তীর্ণ সকল মালামাল জব্দ করা হয়।

এ সময় জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার এসআই আজম উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ এর জনসচেতনা মূলক রোড শো’র উদ্বোধন

মুজিবনগরে মুজিববর্ষে কোভিড-১৯ এর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) এর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কতৃপক্ষের আয়োজনে ও মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহম্মুদের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর কমপ্লেক্স শিশুপরিবারের এডি শেখ ফারুক হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক তরিকুল ইসলাম,মুজিবনগর উপজেলা পৌকশলী শাহীন আক্তার, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধা প্রযন্ত উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কোভিড-১৯ এর জনসচেতনা মূলক(ক্যারাভান রোড শো) করা হয়।

আফ্রিকায় ভয়ঙ্কর নতুন ভাইরাসের সন্ধান, বিশ্বজুড়ে আরও ভয়াবহ মহামারীর আশঙ্কা!

মানবশরীরের পক্ষে মারাত্মক এখনও বেশ কিছু ভাইরাস বাসা বেঁধে রয়েছে আফ্রিকার বনে, যার জেরে বিশ্বে একাধিক মহামারী দেখা দিতে

পারে। এমনই সতর্কবাণী দিয়েছেন চার দশক আগে ইবোলা ভাইরাস সন্ধানী বিজ্ঞানী।

তার সাবধান বার্তা উসকে দিয়ে সম্প্রতি কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রান্তিক শহর ইনগেন্ডেতে এক নারীর শরীরে দেখা দিয়েছে অজানা জ্বর ও রক্তক্ষরণের উপসর্গ। খবর ডেকান হেরাল্ড, সিএনএন ও হিন্দুস্তান টাইমসের।

সংবাদসংস্থা সিএনএন জানিয়েছে, অসুস্থ হওয়ার পর একাধিক রোগের আশঙ্কায় ওই নারীকে ইবোলা-সহ নানা ভাইরাসের খোঁজে অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করার পরও কোনও নির্দিষ্ট জীবাণুকে চিহ্নিত করা যায়নি। এই কারণে, অজানা এই উপসর্গকে ‘ডিজিজ এক্স’ বা এক্স অসুখ নামে চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকরা।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, অজ্ঞাতপরিচয় এই রোগ কোভিড-১৯ এর মতোই দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার মারণ ক্ষমতা প্রায় ইবোলার মতো অর্থাৎ ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ। যদিও ইবোলা সদৃশ উপসর্গে ভোগা ওই নারী আপাতত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অপ্রত্যাশিত ডিজিজ এক্স এই মুহূর্তে ধারণাভিত্তিক হলেও ব্যাপক সংক্রমণ ঘটলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ অতিমারী দেখা দিতে পারে।

১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাস চিহ্নিত করার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক জাঁ-জ্যাক মুয়েম্বে তামফুম জানিয়েছেন, “আমরা এমন এক পৃথিবীতে এখন বাস করছি, যেখানে নিত্যনতুন জীবাণু দেখা দিতে পারে। আর সেটাই মানব সভ্যতার পক্ষে আতঙ্কের।”

এই সমস্ত জীবাণু যে কোভিড-১৯ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হবে, তাও জানিয়েছেন এই অধ্যাপক।

মুয়েম্বের মতে, ভবিষ্যতে পশুদেহ বাহিত বেশ কিছু ভাইরাস মানবশরীরে সংক্রমিত হয়ে ভয়াবহ রোগ ছড়াবে। বর্তমানে আমেরিকার ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় কিনশাসা শহরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সংস্থা চালান মুয়েম্বে।

সিএনএন-কে তিনি জানিয়েছেন, “যদি আফ্রিকা থেকে কোনও জীবাণু আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেবে।

নতুন ভাইরাস যদি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, তা হলে ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্বে তার মোকাবিলায় নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার সম্ভাবনা থাকবে।”

প্রসঙ্গত, কোভিড সংক্রমণ সৃষ্টিকারী সার্স কভ-২ ভাইরাস চীন থেকে উৎপন্ন হয় বলে মনে করা হয়। এই ভাইরাস আদতে বাদুড়-বাহিত বলে মত বিশ্বের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর। পশুদেহ বাহিত ভাইরাস মানবশরীরে ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তারা অরণ্য উচ্ছেদ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

কালীগঞ্জে গৃহহীনকে পাকা ঘর উপহার

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উপহার হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সুবোল বোস মনিরের নিজস্ব অর্থায়নে কোলা ইউনিয়নের খালকুলা গ্রামে নির্মিত ঘরের শুভ উদ্বোধন এবং উপকারভোগীর নিকট ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব সুবোল বোস, কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সূবর্ণা রানী সাহা। নতুন ঘর পেয়ে উপকার ভোগী পরিবার আবেগে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

এ সময় জেলা মৎস্য অফিসার (যশোর), উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (কালীগঞ্জ), উপজেলা মৎস্য অফিসার, কোলা ইউপি চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও কালীগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় গৃহহীনদের ঘর নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।





বিভিন্ন স্থানে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সরকারি উদ্যোগে ৪০০ দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান।

এ সময় চাপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনির হাসান রিন্টুর সার্বিক তত্বাবধায়নে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা সাঈদ হাসানসহ উপস্থিত অতিথি বৃন্দ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, ঝিনাইদহ সদর, সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়ণপুর ত্রিমোহনী ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থাটির সভাপতি জনাব ওমর ফারুক।

ওমর ফারুক বলেন, ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন অসহায় ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা, অর্থ সহায়তা, রক্তদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি ও বই উপহার সহ নানারকম সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার কোষাধ্যক্ষ মোঃ ফরহাদ মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাকন ভূঁইয়া, প্রচার বিষয়ক সম্পাদক, সোহেল রানা, রিয়াদ আহাম্মেদ সহ সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

জীবননগর অফিস জানায়, জীবননগর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

করা হয়েছে।
গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার বিভিন্ন স্থানে ১০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, জীবননগর ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আঃ সামাদ, শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সহ-সভাপতি চাষী রমজান, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন মাহমুদ ,

সদস্য মফিজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা শাখার সভাপতি তুহিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক লাবনী, সদস্য ঐশ্বর্য সাহা, মিম, ওমর ফারুক, রিয়াজ, সাদিয়া, তনু, রুবিনা স্বপ্নাসহ শিকড় সমাজ কল্যাণ সংস্থার সদস্যগণ।

ভেড়ামারার সাবজোনে আখ না নেওয়ায় আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক

কুষ্টিয়া সুগার মিলে আখ না নেওয়ায় গতকাল সোমবার ২ একর জমির দণ্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিলেন কৃষক আঃ ওয়াহেদ। এছাড়াও সুগার মিলের শ্রমিকরা বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে।

কৃষকদের অভিযোগে জানা গেছে, ভেড়ামারার সাবজোন ভবানীপুর আখ ক্রয় কেন্দ্রের অধীনে ৪৭ নং ইউনিট চকমাদিয়া গ্রামের কৃষক আঃ ওয়াহেদ তার নিজ ২ একর জমির দন্ডকৃত আখ পুড়িয়ে দিয়েছে।

কৃষক আঃ ওয়াহেদ জানান, চকমাদিয়া মাঠে ২ একর জমিতে আখ চাষ করি। জগতি সুগার মিল আখ নেওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় জমির আখ গুলো পুড়িয়ে দিয়েছি।

এছাড়াও বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতের দাবীতে বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কানামুনা

শ্রমিকরা। কুষ্টিয়া সুগার মিলের প্রধান ফটকে এ বিক্ষোভ করেন তারা। প্রায় ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত ছিলেন। হঠাৎ কুষ্টিয়া সুগার মিল কর্তৃপক্ষ কাজে না আসার কথা জানালে নিরাসায় ভুগছেন শ্রমিকরা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিক আফতাব হোসেন জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে আমি কর্মরত আছি। মন্ত্রী বলেছিলেন, আখ মৌসুম বন্ধ হলেও শ্রমিকদের চাকরি যাবেনা।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের লিখিত ডকুমেন্ট ছাড়াই মৌখিক ভাবে কাজে আসতে নিষেধ করলেন কর্তৃপক্ষ। আমরা আমাদের সংসার নিয়ে এখন রাস্তায়। আমরা এখনো ৬ মাসের বেতন, ভাতা ও ওভারটাইমের টাকা পাবো। এখন যদি আমরা কাজ না করি বকেয়া টাকাও না পাই তাহলে আমাদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে যাবে।

শুধু আফতাব নয় তার মত একই হতাশাই ভুগছেন রতন, আব্দুল মান্নান, রুবেল হোসেন,বশির আহম্মেদসহ ১১৫ জন কর্মরত শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবী গ্যারেজ, অফিস ও কোন কোন বিভাগে কর্মরত শ্রমিক এখনো কর্মরত আছেন কিন্তু শুধু আমাদের ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের বাদ দেয়া হলো কেন। বাদ দিলে সকল বিভাগের কানামুনাদের বাদ দিতে হবে।

বিক্ষোভে প্রধানমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর কাছে বেতন ভাতা, ওভার টাইম পরিশোধ ও চাকরি নিশ্চিতে দাবী করেন কুষ্টিয়া সুগার মিলের ফ্যাক্টরি কর্মরত শ্রমিকরা। শ্রমিকরা যেন এমন অবস্থায় পরিবার নিয়ে পথে না বসে এই দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং অনুদান সহ সরকারি সহযোগিতা কামনা করেন তারা।